মেহেরপুরে পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেসি কনফারেন্স অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেসির আয়োজনে পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেসি কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার (২০ আগস্ট) এ কনফারেন্সে সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুরের চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ শাজাহান আলী।

সভাপতির বক্তব্যে মোঃ শাজাহান আলী বলেন, মেহেরপুরের সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়নে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। পাশাপাশি পাসপোর্ট অফিস, বিআরটিএসহ বিভিন্ন সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে যেন সাধারণ মানুষ হয়রানির শিকার না হয়, সে জন্য কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে। ভেজালমুক্ত খাবার নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে অধিকতর তদারকি করতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেসি সার্বিক সহযোগিতা করবে।

তিনি আরও বলেন, মাদকের বিরুদ্ধে সর্বস্তরের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, যাতে যুব সমাজ বিপথগামী না হয়ে আলোকিত ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে যায়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ এস. এম. নাসিম রেজা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, মেহেরপুরে এটাই আমার প্রথম পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেসি কনফারেন্স। বিচারপ্রার্থী মানুষ যেন ন্যায় বিচার পায়, সে দিকে সকলকে লক্ষ্য রাখতে হবে। বিচার ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেককে ন্যায়বিচারের স্বার্থে এগিয়ে আসতে হবে।

এছাড়াও জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের প্রতিনিধি, পুলিশ সুপারের প্রতিনিধি, পিবিআই কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার, সিভিল সার্জনের প্রতিনিধি, ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক, পাবলিক প্রসিকিউটর, সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক, স্যানিটারী ইন্সপেক্টর, পাসপোর্ট অফিসের সহকারী পরিচালক, বিভিন্ন থানার ওসি, সিআইডি, ডিবি, ট্রাফিক ইন্সপেক্টরসহ জুডিসিয়াল

ম্যাজিস্ট্রেসির বিচারকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বেতন বাড়ানোর দাবিতে পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের মেহেরপুর পৌরসভা ঘেরাও

মেহেরপুরে পৌরসভা ভবন ঘেরাও করে বিক্ষোভ করেছেন পরিচ্ছন্নতা কর্মীরা। বুধবার (২০ আগস্ট) বেলা ১১টার দিকে বেতন বৃদ্ধি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার দাবিতে এ কর্মসূচি পালন করা হয়।

প্রায় দুই ঘণ্টাব্যাপী এ কর্মসূচির ফলে পৌরসভার স্বাভাবিক কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়।

জানা গেছে, পৌরসভার পরিচ্ছন্নতাকর্মী হিসেবে নিয়োজিত হরিজন সম্প্রদায়ের লোকজন দীর্ঘদিন ধরে বেতন-ভাতা বৃদ্ধির দাবি জানিয়ে আসছিলেন। বুধবার তারা ব্যানার-প্ল্যাকার্ড নিয়ে পৌরসভা প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে স্লোগান দেন। এ সময় তারা ময়লা পরিষ্কার না করার হুমকি দিয়ে তাৎক্ষণিক বেতন বাড়ানোর দাবি জানান।

পৌরসভা সূত্রে জানা যায়, বিষয়টি মাসিক সভায় আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের আশ্বাস দেওয়া হলেও কর্মীরা উত্তেজিত হয়ে ওঠেন এবং কিছু কর্মচারীর সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর একটি টিম ঘটনাস্থলে পৌঁছে।

পরে পৌর প্রশাসক তারিকুল ইসলাম ঘটনাস্থলে এসে পরিচ্ছন্ন কর্মীদের আশ্বস্থ করেন। তিনি বলেন, তাদের দাবিগুলো গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হবে। প্রশাসকের আশ্বাসের পর দুপুর ১টার দিকে বিক্ষোভকারীরা কর্মসূচি প্রত্যাহার করে কাজে যোগ দেন।

এই ঘটনায় পৌরবাসীর মধ্যে সাময়িক ভোগান্তি তৈরি হলেও পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণভাবে মীমাংসা হয়েছে বলে জানিয়েছে প্রশাসন।

মেহেরপুরে সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মানববন্ধন

এন্ট্রি পদ নবম গ্রেড ধরে চারস্তরীয় একাডেমিক পদ সোপানের দাবিতে মানববন্ধন করেছেন মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা।

আজ বুধবার দুপুরে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে অনুষ্ঠিত মানববন্ধন থেকে এ দাবি উত্থাপন করা হয়।

অনুষ্ঠানে মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারি প্রধান শিক্ষক সেকেন্দার আলীর সভাপতিত্বে আরও বক্তব্য রাখেন সহকারি শিক্ষক তানিয়া মাসুদা, আবু হানিফ ও জাহাঙ্গীর আলমসহ শিক্ষকবৃন্দ। শিক্ষকরা বলেন, ১৯৭৩ সালের পর থেকেই এই আন্দোলন চলে আসছে। নানা জটিলতা রয়েছে তবে সরকারের সদ্দিচ্ছা থাকলে দাবি বাস্তবায়ন হওয়া সম্ভব।

মেহেরপুরের পিরোজপুরে ইউনিয়ন যুবদলের আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

দলকে সুসংগঠিত ও ঐক্য ধরে রাখার জন্য মেহেরপুর সদর উপজেলার পিরোজপুরে ইউনিয়ন যুবদলের আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে ৫টায় পিরোজপুর হাট প্রাঙ্গণে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

পিরোজপুর ইউনিয়ন যুবদল আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন, মেহেরপুর জেলা যুবদল সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ, বিশেষ অতিথি পিরোজপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান শামসুল আলম খান।

ইউনিয়ন যুবদলের সাধারণ সম্পাদক মিয়ারুল ইসলামের সঞ্চালনায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর সদর উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব কামরুজ্জামান বিপ্লব। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, পিরোজপুর ইউনিয়ন যুবদলের সভাপতি নুরুল ইসলাম।

বক্তারা বলেন, দলকে সংগঠিত ও দলের আভ্যন্তরীণ ঐক্য ধরে রাখার জন্য আমাদের সকলকে এক হয়ে কাজ করতে হবে। এ সময় উপস্থিত ছিলেন, ইউনিয়ন বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক লস্কর আলী, কৃষক দলের সভাপতি আানারুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক রফিক আলী সহ বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

মেহেরপুরে জেলা বিএনপি’র সদস্য সচিব কামরুল হাসানের গণসংযোগ অব্যাহত

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়নের চাঁদবিল ও কোলা গ্রামে বিএনপি’র ৩১ দফা দাবির প্রচারে লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে জেলা বিএনপি’র সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের নেতৃত্বে এ কর্মসূচি পরিচালিত হয়।

গণসংযোগকালে অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান বলেন, “আপনারা অবগত আছেন, আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। বর্তমান সরকারের আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল বলেছেন, নির্বাচন হলো সরকারের একটি অংশ, তবে কোনো রাজনৈতিক দল সরকার কাঠামোর অংশ হতে পারে না। একটি গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় না থাকলে কোনো দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়।”

তিনি আরও বলেন, “আগামী ফেব্রুয়ারিতে যে নির্বাচন আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন। আমরাও সরকারের এই সিদ্ধান্তকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাই।”

এসময় তিনি আমঝুপি ইউনিয়নের চাঁদবিল ও কোলা গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের হাতে বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত ৩১ দফা দাবি সম্বলিত লিফলেট বিতরণ করেন এবং তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

গণসংযোগ অনুষ্ঠানে জেলা বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। তাদের মধ্যে ছিলেন, জেলা বিএনপি’র সদস্য আলমগীর খান ছাতু, হাফিজুর রহমান হাফি, ওমর ফারুক লিটন, রোমানা আহম্মেদ, সদর উপজেলা বিএনপির’ সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, সদর উপজেলা সাংগঠনিক সম্পাদক সোহরাব হোসেন, হামিদ খান গাজু, জেলা বিএনপি’র সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহিম, পৌর বিএনপি’র সভাপতি লতিব বিশ্বাস, জেলা মহিলা দলের সহ-সভাপতি সাবিহা সুলতানা, সদর থানা যুবদলের সাবেক সভাপতি হাসিবুজ্জামান স্বপন, মৎস্যজীবী দল নেতা মাজেদ, পৌর বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক মীর জাহাঙ্গীর আলম, নাহিদসহ স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

স্বেচ্ছাসেবক দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে মেহেরপুরে বর্ণাঢ্য র্যালি

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের ৪৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী মেহেরপুরে উদযাপন করা হয়েছে।

এ উপলক্ষে মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) বিকেলে এক বর্ণাঢ্য র্যালির আয়োজন করা হয়। র্যালিটি জেলা শিল্পকলা একাডেমী প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয়ে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে জেলা বিএনপির দলীয় কার্যালয়ে গিয়ে শেষ হয়।

জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক মোঃ আজমুল হোসেন মিন্টুর নেতৃত্বে র্যালিতে উপস্থিত ছিলেন জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব হিসেবে মোঃ শহিদুল ইসলাম, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক মোঃ

মাহফুজুর রহমান মাহফুজ, যুগ্ম আহ্বায়ক মোস্তাফিজুর রহমান সজিব, ইলিয়াস হোসেন, হারুন অর রশিদ বাচ্চু, মোঃ ফিরোজুর রহমান, মোঃ রাকিবুল ইসলাম সজল, মোঃ চঞ্চল, এম এম সালাউদ্দিন, ইকবাল হাসান প্রমুখ।

এছাড়াও এসময় সদস্য এড. মিজানুর রহমান, এডাম সুমন, এড. এশবার জাহান (তমা), বাশিরুল আজিজ হাসান, বুলবুল আহমেদ, মোঃ কায়কোবাদ, মনিবুল খান, মোঃ টিটোন, মোঃ হারুন, মোঃ মনিরুল ইসলাম, মোঃ লাবলু রহমান, মোঃ বাদশা মিয়া, মোঃ ফুর্তি হাসানসহ অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে মাদক মামলায় একজনের জেল-জরিমানা

মেহেরপুরে হেরোইন রাখার অপরাধে মোঃ আব্দুল লতিফকে ১ বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দিয়েছে আদালত। অনাদায়ে আরও ৩০ দিনের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে মেহেরপুর চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ শাজাহান আলী এ আদেশ দেন।

মামলার বিবরণে জানা যায়, ২০২০ সালের ২৮ জুলাই বিকেলে মেহেরপুর সদর থানার এস.আই অর্জুন কুমার সরকার বুড়িপোতা তিনরাস্তার মোড়ে পুলিশের বিশেষ অভিযান পরিচালনা করছিলেন। এসময় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তিনি জানতে পারেন যে বুড়িপোতা উত্তরপাড়ার জামাত আলীর বাড়ির সামনে এক ব্যক্তি অবৈধ মাদকদ্রব্য বিক্রির জন্য অবস্থান করছে।

ঘটনাস্থলে পৌঁছালে পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে ওই ব্যক্তি পালানোর চেষ্টা করলে এস.আই অর্জুন কুমার সরকার তাকে আটক করেন। পরবর্তীতে উপস্থিত সাক্ষীদের সামনে আসামি নিজের নাম মো. আব্দুল লতিফ বলে পরিচয় দেন এবং তার কাছে মাদক থাকার কথা স্বীকার করেন। তল্লাশির একপর্যায়ে আসামি তার গেঞ্জির বুকপকেট থেকে একটি সাদা

পলিথিনে মোড়ানো হেরোইন বের করে দেন।

এ ঘটনায় মেহেরপুর সদর থানায় এফআইআর নং-১৯/১৪৭, তারিখ ২৮ মে ২০২০ অনুযায়ী মামলা দায়ের করা হয়।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তারা আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। মামলার নথি ও সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনা করে তার বিরুদ্ধে উপরোক্ত রায় দেন।

রায় ঘোষনার পরে আসামীদের জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।

গাংনী সীমান্তে নারী-শিশুসহ ৩৯ জনকে হস্তান্তর করল বিএসএফ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুর সীমান্তে বিজিবি ও বিএসএফের মধ্যে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে নারী ও শিশুসহ ৩৯ জনকে হস্তান্তর করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বিএসএফ।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুর আড়াইটার সময় কাজিপুর সীমান্তের আন্তর্জাতিক সীমান্ত পিলার ১৪৭ এর নিকট বিজিবির কাছে তাদের হস্তান্তর করে বিএসএফ।

পতাকা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ভারতের ১১ সদস্যের বিএসএফের গান্দিনা ক্যাম্পের এ.সি. সুনিল কুমার এবং বিজিবির পক্ষে উপস্থিত ছিলেন কাজিপুর বিওপি নায়েব সুবেদার কায়ূম হোসেন ও আসাবুর রহমান।

হস্তান্তরকৃতরা হলেন, ফরিদপুর জেলার বোয়ালিয়া উপজেলার মজুতদিয়া গ্রামের অজিত ঘোষের স্ত্রী অঞ্জনা রানি ঘোষ (৪২), ঠাকুরগাঁও জেলার পীরগঞ্জ উপজেলার গোড়গাঁও গ্রামের কেটিরাম অধিকারীর ছেলে বিমল অধিকারী (৮৭), তার স্ত্রী মালতি অধিকারী (৭৫), একই গ্রামের প্রধান অধিকারীর ছেলে বর্ণ অধিকারী (৩৭), প্রধান অধিকারীর মেয়ে রিয়া অধিকারী (৪), মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলার ইসমাইল দেওয়ানের ছেলে এস. ডি. বিলায়েত হোসেন (৩৫), একই জেলার বিয়ামকান্দি গ্রামের বিলায়েত হোসেনের স্ত্রী হামিদা বেগম (২৯),

ছেলে ইবরাহিম হোসেন (৪), খুলনার কয়রা উপজেলার ভাগবা গ্রামের অরবিন্দু সেনার ছেলে তরুণ সেনা (৩৮), তার স্ত্রী প্রভাতি সেনা (৩০), দিনাজপুরের হাকিমপুর উপজেলার মাধবপাড়ার মিঠুন মিয়ার স্ত্রী রুমা আক্তার (২০), একই গ্রামের ইরফান আলীর মেয়ে সাবিনা শেখ (৩২), যশোরের শার্শা উপজেলার লক্ষ্মণপুর গ্রামের আয়ূব খানের স্ত্রী শেফালী খাতুন (৪৩), রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলার হাজিপাড়া গ্রামের মোশাররফ হোসেনের ছেলে লিটন মিয়া (৩৫), ঠাকুরগাঁও জেলার রানীসংকর উপজেলার পূবচর গ্রামের ফরিদের স্ত্রী দুলালী খাতুন (৪৫),লালমনিরহাটের হাতিবান্ধা উপজেলার মধ্য ধুবনী গ্রামের ছফিয়র রহমানের ছেলে মো. সৈয়দ আলী (৩১), লালমনিরহাটের পাটগ্রাম উপজেলার দহগ্রামের রফিকুল ইসলামের ছেলে রমজান আলী (২৮), রাজবাড়ী জেলার পাংশা উপজেলার কলিমহর গ্রামের মৃত মন্টু মণ্ডলের ছেলে আরজু আহমেদ (৫০), রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার বেলতলা গ্রামের নজরুল ইসলামের ছেলে জয়নাল হক (২৬), একই গ্রামের আব্দুস সালামের ছেলে গোলাম মোস্তফা (২৯), একই উপজেলার চরদিয়ার মানিকচাক গ্রামের মাহাবুর রহমানের ছেলে মো. রুবেল (৩৩), চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার চরআলাতুল উপজেলার লুতারুপাড়া গ্রামের জাহাঙ্গীর আলমের ছেলে মো. নেজবাউল (২৬), একই জেলার পাইনেপাড়া গ্রামের আইজুদ্দিনের ছেলে পারভেজ মোসারফ (৩৭), মোড়েলগঞ্জ উপজেলার বাগেরহাট গ্রামের ফিরকানরবাদশার ছেলে মোহাম্মদ ইমরান (২৪), চাঁপাইনবাবগঞ্জের হাকিমপুর গ্রামের আব্দুল গাফ্ফার শেখের ছেলে মোহাম্মদ আসাদুল শেখ (১৮), একই জেলার হরিশপুর গ্রামের সোলেমান শেখের ছেলে ইমদাদুল শেখ (৫০), রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার বাগওয়ান্তাপুর গ্রামের হুমায়ুন কবিরের ছেলে মঈন আলী (৩৬), একই জেলার আতাহারী গ্রামের দুরুল হুদার ছেলে খাইরুল ইসলাম বাবু (৪০), শ্রীমান্তাপুর গ্রামের মৃত মোহাম্মদ ইদ্রিস আলীর ছেলে মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম (৪০), নওগাঁ জেলার সাপাহার উপজেলার পাথারিপাড়া গ্রামের নাইমুল আলীর ছেলে গোলাম রাব্বানী (৩১), যশোরের বাঘারপাড়া উপজেলার বারখাদুরা গ্রামের শিশির পালের ছেলে প্রকাশ পাল (৩৪), ঢাকা জেলার সাভারের জাহাঙ্গীর বেদের ছেলে চহালাম বেদ (৩৫), একই স্থানের মৃত আমির মালের ছেলে কেরামত মাল (৫৬), খুলনার বটিয়াঘাটার বারভুইয়া গ্রামের মাহাবুর রহমানের ছেলে মেহেদী হাসান শেখ (২৪), নওগাঁর সাপাহার উপজেলার পশ্চিম কুর্মিডাঙ্গা গ্রামের দুরুল হুদার ছেলে মো. দুলাল হোসেন (৩১), রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলার গোদাগাড়ী গ্রামের মৃত রাসেল আলীর ছেলে আসমাউল হুসাইন (১৯), রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার চরহনুমানতানগর গ্রামের শফিকুল ইসলামের ছেলে মোহাম্মদ ইউসুফ আলী (২০), একই এলাকার আরজ আলীর

ছেলে মাসুম রেজা (২৯), কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরী উপজেলার সুকাতি গ্রামের মৃত ইকব্বর শেখের ছেলে মোহাম্মদ রইস খান (৩৬)।

এ সময় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সাদ্দাম হোসেন, গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল উপস্থিত ছিলেন।

জানা গেছে, হস্তান্তরকৃতরা বিভিন্ন সময়ে অবৈধভাবে ভারতে গিয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ অবস্থান করছিলেন। ভারতীয় পুলিশ তাদের গ্রেফতার করে সীমান্তে এনে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে বাংলাদেশের কাছে হস্তান্তর করে। এ ঘটনায় গাংনী থানায় মামলা দায়ের হয়েছে।

মেহেরপুরের আমঝুপিতে প্রাইভেটকার দুর্ঘটনায় আহত ২

মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা সড়কে আমঝুপি বাজার এলাকায় প্রাইভেটকার দুর্ঘটনায় দুইজন আহত হয়েছেন।

মঙ্গলবার রাত আড়াইটার দিকে দ্রুতগতির দুই প্রাইভেটকার রেসিং করতে গিয়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এতে দুটি দোকান মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রাইভেটকারটি দুমড়ে-মুচড়ে গিয়েছে।

আহতরা হলেন চুয়াডাঙ্গা জেলার সিনেমা হলপাড়ার হাফিজের ছেলে ফেরদৌস (১৯) ও পলাশপাড়ার ওহি (১৯)।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, মেহেরপুর শহর থেকে চুয়াডাঙ্গাগামী দুটি প্রাইভেটকার প্রতিযোগিতা (রেসিং) করছিল। হঠাৎ আমঝুপি বাজারে একটি প্রাইভেটকার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রথমে মার্সেল শোরুমের সাইনবোর্ডে ধাক্কা মারে, পরে লাইম কফি হাউজের দোকান ভেঙে পাশের বটগাছে সজোরে আঘাত হানে। এতে গাড়িটি দুমড়ে-মুচড়ে যায় এবং ভেতরে থাকা দুজন গুরুতর আহত হন।

দুর্ঘটনার পর অপর প্রাইভেটকারে থাকা যাত্রীরা আহতদের দ্রুত উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

ঘটনাটি নিশ্চিত করে মেহেরপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেজবাউদ্দিন আহমেদ বলেন, রাত গভীর হওয়ার কারণে ঘটনাস্থলে কাউকে পাওয়া যায়নি। গুরুতর আহত দুজনকে তাদের সঙ্গীরাই নিয়ে গেছে বলে জানা গেছে।
প্রাইভেটকারটি সম্পূর্ণ গুঁড়িয়ে গেছে এবং বর্তমানে এটি পুলিশ হেফাজতে রয়েছে। আশপাশের দোকানে থাকা সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করা হচ্ছে। ফুটেজ পর্যালোচনা করে দায়ীদের শনাক্তের চেষ্টা চলছে।

মেহেরপুরে সূচনা যুব কল্যাণ সংস্থার বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

মেহেরপুর সদর উপজেলার বামনপাড়া এলাকায় সূচনা যুব কল্যাণ সংস্থার উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল সোমবার বিকাল ৩ টায় উপজেলার বামনপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়প্রাঙ্গণে এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

এ সময় বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, সংগঠনের সদস্য ও এলাকাবাসী উপস্থিত ছিলেন। শিশু-কিশোরদের হাতে চারাগাছ তুলে দিয়ে তাদেরকে প্রকৃতিকে ভালোবাসতে ও গাছের যত্ন নিতে উদ্বুদ্ধ করা হয়।

আয়োজকরা জানান, গাছ আমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। একটি গাছ কেবল অক্সিজেনই দেয় না, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে এবং আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আশ্রয় ও জীবনধারণের নিশ্চয়তা তৈরি করে। তাই প্রত্যেকের উচিত অন্তত একটি করে গাছ লাগানো এবং তার পরিচর্যা করা।

সংগঠনের প্রধান নাসরিন আক্তার বলেন, “প্রকৃতি বাঁচলে আমরা বাঁচব। তাই আজকের এই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির মাধ্যমে আমরা সবাইকে সবুজ পৃথিবী গড়ার শপথ নিতে চাই।”

উল্লেখ্য, সূচনা যুব কল্যাণ সংস্থা নিয়মিতভাবে সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজ, সচেতনতামূলক কর্মসূচি এবং মানবিক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।